যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 3 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্যবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা

এম মামুন হোসেন

উপাচার্যবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নতুন উপাচার্য নিয়োগের গুঞ্জনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দিয়ে চলছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আর উপাচার্যবিহীন রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে প্রশাসনে অস্থিরতা চলছে। অভিযোগ আছে, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপকে ব্যবহার করে শিক্ষকরা রাজনীতি করছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের পেছনেও শিক্ষক রাজনীতি কাজ করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যবিহীন চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই প্রো-ভিসি, প্রক্টর। এ কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। ভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের কোনো সভা হতে পারছে না। প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রমে বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্য কার্যালয়ে ফাইলের স্তূপ পড়ে আছে। প্রক্টরবিহীন ক্যাম্পাস থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলায় অবনতি হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, সংসদ নির্বাচনের ১৫ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক ঢাকায় চলে যান। এরপর তিনি আর ক্যাম্পাসে ফিরে আসেননি। গত মাসের ১৫ তারিখে মেয়াদ শেষের দুই বছর আগে তিনি পদত্যাগ করেন।

নতুন উপাচার্যের অপেক্ষায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান গত বছরের ২৪ মার্চ থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যাম্পাসের একাধিক সূত্র জানায়, ভিসি হতে আগ্রহী এমন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ইন্ধন জুগিয়েছে।

জোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর বদিউল আলমকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। উপাচার্য হিসেবে তার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে আসছে। শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের মুখে তিনি বর্তমানে অফিস করতে পারছেন না। আর এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলছে না বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

গত বছর মাঝামাঝিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফসর ড. আলতাফ হোসেনকে অপসারণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মোফাখখারুল ইসলাম, টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মনিরুল হক ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উপাচার্যবিহীনভাবে চলছে।